বিলঃ

মানব সৃষ্ট উন্মুক্ত জলপ্রবাহ। সেচ ও জল নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদণের উদ্দেশ্যে বিল খনন করা হয়ে থাকে। বিল খননের ক্ষেত্রে পানি প্রবাহ, সহজলভ্যতা ও ভূ-প্রকৃতি বিবেচ্য বিষয়। পানি ধারনকারী গোলাকৃতি ও সর্পিলাকার বিল গুলো বর্ষামৌসুমে অধিক পরিমানে পানি আবদ্ধ হয়। ৮নং রায়পুর ইউনিয়নে ফসলের মাঠের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বেশ কয়েকটি বিল আছে। যেমন ঃ-

০১। বড় বিল।
০২। কানঞ্চগাড়ী বিল।
০৩। কুমারগাড়ী হইতে বেলের ঘাট পর্যন্ত বিল।
০৪। বাহাদুরপুর সউল ধৌরির বিল।
০৫। চেংগাড়ির বিল।

বর্তমানে বিল গুলো ভরাট হয়ে থাকায় পানির গতি প্রবাহ কম আছে। ফলে ফসলের ক্ষেত নষ্ট হয়। সরকারী উদ্যোগে বিল গুলো পূনঃ খনন করে পানির প্রবাহ ঠিক রাখতে পারলে কৃষকরা উপকৃত হবে।

নদী ঃ

আখিরা নদী ঃ

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে করতোয়া নদী। দৈর্ঘ্য-১২২ কিলোমিটার, প্রস্থ-১৪৪ কিলোমিটার।
রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মিলনপুর ইউনিয়নে প্রবাহমান দেওনাই চাঁড়াল ঘাটের যমুনাশ্বরী নদী থেকে উৎপত্তি আখিরা নদী। ক্রমান্বয়ে পীরগঞ্জ উপজেলার ১নং চৈত্রকল ইউনিয়ন হয়ে ৪নং কুমেদপুরের মধ্য হয়ে রায়পুর ইউনিয়ন অতিক্রম করে ১৩নং রামনাথপুর ও ১৫নং কাবিলপুর হয়ে পলাশবাড়ী করতোয়ার নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। অতঃপর এই নদীর জলধারা গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী সদর ইউনিয়ন প্রবাহিত হয়ে করতোয়া নদীতে নিপতিত হয়েছে। এই নদীতে দুইটি ব্যারেজ আছে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নেই।

এক সময় ক্ষরস্রোতা আখিরা চলতো বিশালাকৃতির নৌকা, জেলেরা মাছ ধরতো, ছেলে-মেয়েরা সাঁতার কাটতো এবং নৌকাবাইচে মেতে উঠতো নদীপারের মানুষ। নদী ঘিরেই ছিল এ অঞ্চলের মানুষের কৃষি, যোগাযোগ ও সংস্কৃতি। এখন নদীর নব্যতা হ্রাস পাওয়ায় শ্রীহীন ও গতিহারা মরা খালে পরিনত হয়েছে। আজ থেকে ২০/২৫ বছর আগে নদীতে জাল ফেলেই হরেক রকমের/প্রজাতির মাছ মিলতো। কিন্তু এখন অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত প্রায়।

এই নদীর গা ঘেষে জমিতে গম, ভুট্টা, গোল আলু, মিষ্টি আলু (শ্যাকআলু), মরিচ, টমেটো, পটল, করলা, তিসি, ডেরস, শাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, মূলা ও ধনিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের রবি ফসল চাষ করে এ অঞ্চলের মানুষ অভাবকে করেছে জয়। রবি ফসল উৎপন্ন হওয়ায় নদী পারের জমির দাম হয়েছে আকাশচুম্বী। ফসলের কারণে পার গুলি যেন দিগন্ত বিস্তৃত দৃষ্টি জুড়ানো সবুজ ফসলের ক্ষেত।

কৃষি বিভাগ থেকে অর্থকারী ফসল চিনাবাদাম ও মশুরের ডাল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারলে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হবে বলে আমার বিশ্বাস।

০৩। রায়পুর জমিদার বাড়ী দিঘী ঃ

রায়পুর জমিদার বাড়ীর বড় ছেলে সূর্য সিংহ রায় একজন জমিদার ছিলেন। তিনি লেখাপড়ার জন্য সে সময়ে তিনি ভারতের কলকাতায় যান এবং সেখান থেকে লেখাপড়া শেষ করে নিজের দেশে ফিরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম রায়পুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়। বর্তমানে তার হাতের লাগানো বেশ কয়েকটি বিশাল আকৃতির বৃক্ষ এখনও আছে যা দেখতে অপরুপ সুন্দর। সূর্য সিংহ রায় একজন ন্যায় পরায়ন জমিদার ছিলেন। তার হাতে তিনি নিজেই রায়পুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়কে অনেক জমি দান করেন। রায়পুর জমিদার বাড়ী দিঘী ৮নং রায়পুর ইউনিয়নের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। সূর্য সিংহ রায় পরিবারের সকলের পানির চাহিদা মেটানো জন্য এই সুপেয় দিঘী খনন করেন। যা পরবর্তীতে রায়পুর জমিদার বাড়ীর দিঘী নামে পরিচিতি লাভ করে। দিঘীর চারিদিকে তার হাতের লাগানো গাছ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। যা দেখতে অনেক দর্শনার্থী ভিড় করে।

পূর্বে এই দিঘীকে কেন্দ্র করে এখানে বৈশাখী মেলা হতো। বর্তমানে এটি শিশুকিশোরদের সাঁতার কাটা ও বিকেলের বিশ্রাম-বিনোদনের স্থান হিসেবে দিঘীটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিক দিঘীটি প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর।